Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.191-202
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

চার্বাক দর্শনের আলোকে পুরুষার্থ: একটি সমীক্ষা

জয়ন্ত বায়েন
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বিভাগ -১, দর্শন বিভাগ, রামপুরহাট মহাবিদ্যালয়, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
'Purusartha' , the desired object of human life , according to the conventional thought , is of the four types namely – Dharma (virtue) , Artha (wealth) , Kama (sensual pleasure) and Moksha (liberation) . Others Indian Philosophers without Charvakas accepted the four ends of human activity (Purusartha). According to them, moksha is the highest ends of life. But materialist charvakas admit two types of purusartha – Artha and Kama, deny Dharma and Moksha, because they have no power to produce the physical happiness .The charvaka called wealth purusartha , but not the main it . Wealth (Artha) is the secondary purusartha as an aid to sensual pleasure. But the 'Kama' is the supreme end of life. It gives fullness to the human life . There is no such thing as a soul after destroy the body. This life centered on the body is the only real. Physical happiness is what people want. The foolish are deprived of the pleasures of this world in the hope of liberation. The clever people enjoy physical happiness and live with great joy . So charvakas declared the 'kama' is the highest goal of human life (Parama Purusartha). In this paper I have tried to discuss the main characteristics of the 'kama' as a highest goal, according to the charvakas philosophy.
Keywords: Purusartha, charvaka, Artha(wealth),Kama(sensual pleasure), physical happiness.

প্রকৃতি সৃষ্ট এক স্বাধীনচেতা উচ্চবুদ্ধবৃত্তি সম্পন্ন জীব হলো মানুষ। একমাত্র মানুষের মধ্যেই বিচার-বুদ্ধি ,বিশ্লেষণবোধ বিদ্যমান। যার সাহায্যে মানুষ নিজ জীবনকে পরিচালিত করে এক সর্বোচ্চলক্ষ্য বা অভীষ্ট লাভে অগ্রসর হয়। আর সেই সর্ব্বোচ অভীষ্ট হলো পুরুষার্থ প্রাপ্তি ,যা সমগ্র মানব জাতির কাম্যবস্তু।

পূর্ণভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকেই পুরুষার্থ সংক্রান্ত আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। দার্শনিক পরিভাষায় পুরুষার্থ হচ্ছে প্রয়োজন - যার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে পুরুষ প্রবৃত্ত হয় তাই হলো পুরুষার্থ। ভারতীয় দর্শনে 'পুরুষার্থ'কে এমন একটি আদর্শ হিসেবে

উপস্থাপিত করা হয়েছে,যাকে মানুষ কামনা করতে চায়। বুৎপত্তিগতভাবে পুরুষার্থ বলতে বোঝায় - পুরুষ বা ব্যক্তি যা প্রর্থনা করে,যা তার জীবনের লক্ষ্য,যে আদর্শকে তার অভীষ্ট বলে মনে করে তাই হলো পুরুষার্থ। মহর্ষি জৈমিনি তাঁর 'মীমাংসা সূত্র ' নামক গ্রন্থে (৪\১\২) বলেছেন - ''যস্মিন প্রীতিঃ পুরুষস্য তস্য লিপ্সার্থ লক্ষণো অবিভক্তত্বাৎ ''। অর্থাৎ 'যে বিষয় মানুষের প্রীতি হয়, তাহাই পুরুষার্থ । তাহার যে লিপ্সা অথবা অনুষ্ঠান, তাহা অর্থতঃ অর্থাৎ স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ প্রাপ্ত '[1]।

মনুষ্য জীবনের কাম্য বস্তু পুরুষার্থ ,চিরাচরিত ধারণা অনুসারে চার প্রকার যথা - ধর্ম, অর্থ, কম ও মোক্ষ - এই চারটি পুরুষার্থ একত্রে চতুর্বর্গ নামে পরিচিত। ভারতীয় দর্শনে একমাত্র চার্বাক সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় চতুর্বর্গকে পুরুষার্থরূপে স্বীকার করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও পুরুষার্থ বিষয়ক আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। অধ্যাপক সুখময় ভট্টাচার্য তাঁর ' মহাভারতের চতুর্বর্গ ' গ্রন্থে বলেছেন - 'ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ - এই চতুর্বিধ পুরুষার্থই মানবের যাবতীয় প্রবৃত্তির মূল এবং জীবন যাত্রার ভিত্তিস্বরুপ - ইহা ভারতীয় গনের নিকট নির্বিবাদসিদ্ধ, প্রত্যেকটি পুরুষার্থ সাধনের উপায় প্রদর্শনের জন্য প্রাচীন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, মনু প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র, কৌটিল্য প্রভৃতি আচার্য প্রনীত অর্থশাস্ত্র , মহর্ষি ব্যাৎসায়ন প্রনীত কামশাস্ত্র এবং উপনিষাদি মোক্ষ শাস্ত্র মানবের উক্ত চতুর্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায়ভূত পথ আমাদের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে'[2]।

আমাদের সকলের নিকট জ্ঞাত যে, প্রত্যেকটি মানুষের প্রকৃতি একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র। এই কারণে এক ব্যক্তির নিকট যা মুখ্য তা অপর ব্যক্তি নিকট গৌণ্যও হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, একজন হয়তো কামকেই মুখ্য বলে মনে করেন, আবার অপর একজন হয়তো মোক্ষকেই জীবনের পরম অভীষ্ট বলে বিশ্বাস করেন। এজন্য মানুষের প্রকৃতিগত ভেদ অনুসারে চতুর্বিধ পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে,

[1] **পুর্ব মীমাংসা দর্শন, সুখময় ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা -৯৫।**

[2] **মহাভারতের চতুর্বর্গ , সুখময় ভট্টাচার্য।**

অর্থ ও কাম হল গৌণ্য পুরুষার্থ এবং ধর্ম ও মোক্ষ হল পরম পুরুষার্থ। এখন আমরা চতুর্বিধ পুরুষার্থ সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব।

ধর্ম: সমগ্র মানব সমাজের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে ধর্ম। 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন ' প্রত্যয় করে 'ধর্ম 'শব্দটির উৎপত্তি হয়েছ। ধৃ +মন = ধর্ম। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ হচ্ছে ধারণ করা। যা ধারণ করে তাই ধর্ম। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ধর্ম সর্ব মানব কে ধারণ করে ও তার ফলস্বরূপ সমগ্র মানব সমাজকে ধারণ করতে সক্ষম হয়। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি ধর্ম প্রসঙ্গে বলেছেন যে,- " অয়মেব পরমো ধর্মঃ যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্"[3]। অর্থাৎ যোগ অবলম্বনে অত্মদর্শন পরম বা চরম ধর্ম। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে ---

‘বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ
যস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ
এতচ্চতুর্বিধম্ প্রাহুঃ
সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্ '[4]।

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, শিষ্ঠ ব্যক্তির আচারণ এবং আত্মতুষ্টি - এই চারটি ধর্মের বৈশিষ্ট্য। নৈতিকতার নির্ণায়ক বেদ, স্মৃতি শিষ্ঠাচার ছাড়াও বিবেকের অনুমোদনকে ধর্মের লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, মান্ডক উপনিষাদে ১০ প্রকার ধর্মের বা নৈতিক কর্মের উল্লেখ পাওয়া যায় এগুলি হল -(১)অহিংসা,(২)ক্ষমা,(৩) দয়া,(৪)শম ও দম,(৫)দান,(৬)শৌচ,(৭) সত্য,(৮)তপস,(৯)অস্তেয়, (১০) জ্ঞান,- এইসব ধর্ম গুলির মধ্যে অহিংসাকেই পরমধর্ম বলা হয়েছে।

অর্থ: দ্বিতীয় পুরুষার্থ 'অর্থ' মানুষের সমাজ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পুরুষার্থের পরিপেক্ষিতে 'অর্থ' বলতে জীবিকা অর্জনের উপায়কে বোঝানো হয়েছে। মানুষের জীবনে বহু সংখ্যক কাম্য বস্তু আছে, এই সব কাম্য বস্তুকে চরিতার্থ করার জন্য মানুষকে অর্থ উপার্জন ও উপার্জিত অর্থ সঞ্চয় করতে হয়। তবে অসদুপায়ে প্রাপ্ত অর্থ কখনই গ্রহণযোগ্য নয়, সৎ পথে বা ধর্মের পথে উপার্জিত অর্থই হল পুরুষার্থ। 'অর্থ' প্রসঙ্গে অর্জুন মহাভারতের শান্তি পর্বে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন – ‘ধর্ম,অর্থ, স্বর্গ,আনন্দ, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞান -

---

[3] **যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা -১**

[4] **মনুস্মৃতি**

এই সব কিছুই অর্থের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। পর্বত থেকে যেমন অনেক নদী ধারা বেরিয়ে আসে তেমনই নানা জায়গা থেকে জোগাড় করা, ক্রমে বেড়ে ওঠা সঞ্চিত অর্থ থেকেই সমস্ত কাজ করা যায়। এই অর্থ থেকেই ধর্ম, কাম,স্বর্গ এবং এই অর্থ থেকেই মানুষের জীবন যাত্রার কাজ নির্বাহিত হয়'[5]।

কাম: তৃতীয় পুরুষার্থ হচ্ছে 'কাম', কাম শব্দটি দ্ব্যর্থক - কাম বলতে মানুষের কামনা - বাসনা ও কামনার বিষয় উভয়কেই বোঝানো হয়। সাধারণত কাম শব্দের দ্বারা স্ত্রী পুরুষের মিলন সুখ ও সংশ্লিষ্ট সুখাদি ব্যক্ত হলেও ব্যাপক অর্থে পুরুষের সমস্ত দেহগত জৈব সুখাদি সূচিত হয়। কাম সুখস্বরুপ জৈব আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হলে মে সুখভোগ হয় তাই হল কাম। স্বরুপত কাম নিন্দনীয় নয়, তবে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হলেই কাম নিন্দনীয় বলে পরিগণিত হয়। দেহধারী মানুষের মধ্যে দু- প্রকার সত্তা বিদ্যমান যথা - পশুসত্তা ও দেবসত্তা । মানুষের নিম্নতর পশুসত্তার স্বভাববশে দৈহিক সুখের প্রতি ধাবিত হয়। নিম্নতর পশুসত্তার কামনা তৃপ্ত না হলে মানুষের দেবসত্তার বিকাশ সাধন সম্ভব হয় না। তবে কামকে হতে হবে সংযত শাস্ত্রসম্মত, অসংযত, অমিতাচার কাম কখনোই পুরুষার্থ নয়, সংযত ও শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী কামাচরণই পুরুষার্থ।

মোক্ষ: ভারতীয় দর্শনে মোক্ষের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চার্বাক ভিন্ন প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনিক সম্প্রদায়ই মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করেছেন। মোক্ষ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো মুক্তি l মোক্ষ বা মুক্তি হচ্ছে আত্মার মুক্তি-আত্যন্তিক দুখ থেকে নিবৃত্তি ,জীবন -যন্ত্রনা থেকে ,ভব বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি । 'মোক্ষ' প্রসঙ্গে রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছেন "মোক্ষ শব্দটির অর্থ হল জন্ম - মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্তি, দুঃখ থেকে মুক্তি, কর্ম থেকে মুক্তি, ঈপ্সিত বিষয়ে আসক্তি থেকে মুক্তি, আত্মা -অনাত্মার বিবেক জ্ঞান, অনন্ত শান্তি, ঈশ্বরের নৈকট্য ইত্যাদি"।[6] ঋষি অরবিন্দ বলেন , "মোক্ষ ভারতীয় দর্শনে এক অসাধারণ প্রত্যয়। দর্শনের লক্ষ্য দূরকল্পী কিছু নয় ; বরং জাগতিক জীবনের সীমাবদ্ধতা এবং ফলশ্রুতি

---

[5] **দন্ডনীতি , নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়**

[6] **Theory of purusartha in karma, causation and Retributive morality, Rajendra prasad , পৃষ্ঠা - ২৭৯।**

স্বরুপ উৎপন্ন দুঃখ থেকে মুক্তি।"[7] ভারতীয় দর্শনে মোক্ষবাদীরা মোক্ষকে পরমপুরুষার্থরূপে গণ্য করলেও মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে তারা ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পোষণ করেন। বৌদ্ধমতে , নির্বাণ বা মোক্ষ হচ্ছে আত্যন্তিক দুঃখ মুক্তির অবস্থা। জৈন মতে, আত্মা মোক্ষ লাভে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দৃষ্টি ,অনন্ত আনন্দ ও পূর্ণতার অধিকারী হয়। সাংখ্য যোগ মতে, শুদ্ধ চৈতন্যই আত্মা বা পুরুষ, তাই পুরুষের বা আত্মার চিরস্বরূপে অবস্থানই হলো কৈবল্য বা মোক্ষ। ন্যায় বৈশেষিক মতে, আত্মার দুঃখের যে আতন্তিক নিবৃত্তি তাই হল মোক্ষ। অদ্বৈতবেদান্ত মতে, মোক্ষ হচ্ছে আত্ম স্বরূপ উপলব্ধি। আবার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে, মোক্ষ হলো জীবাত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ।

উপরোক্ত চতুর্বিধ পুরুষার্থ যথা - ধর্ম, অর্থ,কাম এবং মোক্ষ - এর মধ্যে জড়বাদী চার্বাকগণ ' অর্থ ' ও ' কাম '- এই দুটিকে পুরুষার্থের মর্যাদা প্রদান করেছেন। চার্বাকগণ অর্থকে পুরুষার্থ বললেও তাকে গৌণ পুরুষার্থ বলেছেন এবং কামকে পরম পুরুষার্থ বলেছেন। চার্বাক মতে, অর্থ হল কাম চরিতার্থ করার উপায় স্বরুপ। কাম বা সুখের জন্যই অর্থ। কামের সহায়ক রূপে অর্থ গৌণ পুরুষার্থ।

চার্বাকগণ মূলস্রোতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে গিয়ে দাবি করেন যে, একমাত্র কামই হলো পরম পুরুষার্থ। ' সর্বদর্শন সংগ্রহ ' গ্রন্থে মাধবাচার্য্য চার্বাকমত সঙ্কলন প্রসঙ্গে চার্বাকদের পুরুষার্থ সম্পর্কিত ধারণাকে বিশ্লেষণ করে বলেন - 'অঙ্গনার আলিঙ্গন ও অন্যান্য কাম্য বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য যে সুখ তাই পুরুষার্থ '। মাধবাচার্যের এই বিশ্লেষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, সাধারণত চার্বাকস্বীকৃত পুরুষার্থের আলোচনায় ' কাম' শব্দটিকে এমনভাবে অন্যান্য দার্শনিকরা প্রয়োগ করেন যাতে মনে হয় যে, চার্বাকরা 'কাম'কে একটি সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহন করেছেন। সঙ্কীর্ণ অর্থে 'কাম' শব্দের অর্থ স্ত্রী -পুরুষের দৈহিক সম্পর্কগজাত অনুভূতি। মাধবাচার্য্য- এর রচনা থেকে বোঝা যায় যে, শুধুমাত্র দৈহিক সম্পর্কজ সুখকেই চার্বাকরা পুরুষার্থ বলছেন না, এ বিষয়ে অন্যান্য সাক্ষ্য থেকেও বোঝা যায় যে, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজন্য সুখ বিশেষই ' কাম 'পদবাচ্য।[8]

---

[7] **নীতিবিদ্যা, অধ্যাপক পীযূষ কান্তি ঘোষ এবং অধ্যাপক প্রমদ বন্ধু সেনগুপ্ত , পৃষ্ঠা-১১ ।**

[8] **ভারতীয় ধর্মনীতি, সম্পাদিকা, অমিতা চ্যাটার্জী, পৃষ্ঠা -২৪৭-২৪৮ ।**

প্রত্যক্ষৈক প্রমানবাদী চার্বাক মতে, দেহাতিরিক্ত আত্মা বলে কোনো কিছু নেই।দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার পর আত্মারও বিনাশ সাধন হয়। আর দেহ বিনাশের সাথেই দেহবাস্থিত চৈতন্যেরও বিনাশ ঘটে। দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য না হওয়ায় বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই চার্বাকগণ বলেন, দেহই হল সর্বস্ব, দেহযুক্ত বর্তমান জীবনই একমাত্র জীবন,মনুষ্য জীবন হল ইন্দ্রিয় কেন্দ্রিক। চতুর্ভুত যথা- ক্ষিতি,অপ, তেজ ও মরুৎ - এর সংমিশ্রণে গঠিত চৈতন্য বিশিষ্ট্য দেহই হল জীব। আর দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মনুষ্য জীবন। ইহলৌকিক সুখ বা ইন্দ্রিয় সুখই মনুষ্য জীবনে পূর্ণতা প্রদান করে। দেহরুপী মানুষের নিকট ইহলোকই সবকিছু। এইজন্য চার্বাকগণ বলেন যে, ইন্দ্রিয়সুখ- সম্ভোগ বা অঙ্গনা-আলিঙ্গন জন্য সুখসম্ভোগই মনুষ্য জীবনের পরম কাম্যবস্তু। সুতরাং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগবাদী চার্বাক মতে, কামই হল পরম পুরুষার্থ।

কেউ কেউ বলেন,'কাম'কে পরম পুরুষার্থ হিসেবে স্বীকার করলে এক বড়ো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কেননা কামরুপ সুখ মানেই তা দুঃখ মিশ্রিত, ফলে কামকে মূখ্য পুরুষার্থ বলে স্বীকার করা যায় না। এরুপ সমস্যার সমাধান কল্পে ইন্দ্রিয় সুখভোগবাদী চার্বাকগণ বলেন, কামরুপ সুখ যে দুঃখ সংপৃক্ত তা স্বীকার করে নিয়েও আমাদের উচিৎ দুঃখের ভার কমিয়ে সুখের পাল্লাটি ভারী করা । কারন মনুষ্য জীবন হল সুখ - দুঃখ মিশ্রিত। অনিবার্য দুঃখকে যথাসম্ভব স্বীকার করে নেওয়াই হচ্ছে মানুষের কাম্য আদর্শ। দুঃখমিশ্রিত বলে ভোগজন্য সুখকে উপেক্ষা করা সমীচীন নয়। যা আর্বজনীয় রুপে সুখের সহিত এসে পড়ে, সেই রুপ দুঃখকে স্বীকার করে নিয়ে সুখকে ভোগ করতে হবে। মৎস্যার্থীব্যক্ত সশল্ক ও সকন্টক মৎস্য গ্রহণ করে শল্ক ও কন্টক অনুপাদেয় বলে তা বর্জন করে যা উপাদেয় তাই গ্রহন করে থাকেন। শল্ক ও কন্টকের ভয়ে কদাপি উপাদেয় মৎস্য পরিত্যাগ করেন না। ধান্যার্থী তৃনসমেত ধান্য আহরন করে যা গ্রাহ্য তা গ্রহন করে নিবৃত্ত হয়,তৃনাদির ভয়ে ধান্যাদি পরিত্যাগ করে না। যদি কোন ভীরু দুঃখ ভয়ে দৃষ্ট সুখ পরিত্যাগ করে, তবে সে পশুর ন্যায় মূর্খই বিবেচিত হবে। [9]

চার্বাকগণ বলেন যে, সুখ স্বল্পক্ষণ স্থায়ী হলেও তা মিথ্যা নয়,মূল্যহীন নয়, সুখ - দুঃখের তুলনায় স্বল্প,তবু ভোগজন্য সুখকে উপেক্ষা করা অনুচিৎ। গোলাপ ফুলে কাঁটা থাকে

---

[9] **চার্বাক দর্শন , দক্ষিনারঞ্জন শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা- ১৩৭-১৩৮।**

বলে আমার কেউ গোলাপ ফুল তোলা থেকে বিরত থাকি না। কৃত্রিম কুসুম অপেক্ষা উদ্যান কুসুম স্বল্পক্ষণ স্থায়ী হলেও উদ্যান কুসুমকেই আমরা বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। পূর্বের সূর্যদয়ের ও পশ্চিমের সূর্যাস্তের গগন - এগুলি অল্পক্ষণস্থায়ী কিন্তু তা মিথ্যা নয়। তাই চার্বাকগণ বলেন, দৈহিক সুখ বা ইন্দ্রিয় সুখের স্থায়ীত্ব স্বল্পক্ষণ হলেও তাকে অনাদর করা বা মূল্যহীন বলা বুদ্ধিমানের কর্তব্য নয়। সুখভোগ ক্ষনিক হলেও তার দ্বারা বর্তমান জীবনকে সার্থক করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কেননা বর্তমান সুখই বাস্তব সত্য, ভবিষ্যতের অধিকতর সুখের আশায় বর্তমানের স্বল্প সুখকে বলিদান দেওয়া মনুষ্যোচিত কর্তব্য নয়, কারন যা ভবিষ্যত তা অনিশ্চিত, অপ্রত্যক্ষলব্ধ, অধিকতর অনিশ্চিত সুখের তুলনায় স্বল্পতর নিশ্চিত সুখই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সুখই মনুষ্য জীবনের কাম্য।

চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় কাম বা দৈহিক সুখকে নিন্দনীয় ও নিষ্প্রয়োজন না বললেও কিন্তু তাঁরা কামকে মুখ্যপুরুষার্থ হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাঁরা বলেন যে,মোক্ষই হলো মনুষ্য জীবনের পরম পুরুষার্থ। মোক্ষবাদীদের কেউ মোক্ষ বলতে আত্যনিন্ত দুঃখ নিবৃত্তিকে বুঝিয়েছেন । কেউ বা আবার দেহবন্ধন থেকে আত্মার মুক্তিকে বুঝিয়েছেন।

কিন্ত চার্বাকগণ দৃঢ়ভাবে দাবী করেন যে, মোক্ষ বা মুক্তি পরম পুরুষার্থ হতে পারে না। চার্বাকগণ বলেন যে, মোক্ষ বলতে যদি দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কে বোঝায়,তবে সম্ভব নয়। কেননা মনুষ্য জীবন হলো সুখ - দুঃখের মিশ্রণ, মানুষ কখনো দুঃখ থেকে পরিত্রান পায় না। যেখানে সুখ সেখানেই দুঃখ । দেহধারী মানুষের জীবনে সুখের সাথে সাথে দুঃখেরও আগমন ঘটে। একমাত্র দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব মৃত্যুতেই। আর মৃত্যুতেই যদি দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহলে মৃত্যুকেই 'মোক্ষ'বলে গ্রহণ করা উচিৎ। আবার চার্বাকরা বলেন , 'মোক্ষ হচ্ছে দেহ বন্ধন থেকে মুক্তি' - এই ধারণাটি পাগলের প্রলাভ মাত্র। যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। দেহ ও আত্মা এক ও অভিন্ন হলে দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সাথেই আত্মারও বিনাশ হয়। দেহাতিরিক্ত আত্মা বলে বাস্তবে কোন কিছু নেই, দেহ ভস্মীভূত হলে আর কিছুই বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। দেহকেন্দ্রিক জীবন একটাই, মৃত্যুর পরে কোন পারলৌকিক জীবন নেই । তাই চার্বাকগণ বলেন,'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ,

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ'।[10] অর্থাৎ মানুষ যতদিন জীবিত আছে ,ততদিন পর্যন্ত সুখে জীবন অতিবাহিত করা উচিত,প্রয়োজন বোধে ঋণ করে ঘৃত পান করা কর্তব্য । কেননা ভস্মীভূত দেহের আর পুনরাগমন ঘটে না। সুতরাং চার্বাক মতে, দৈহিক সুখ সম্ভোগ বা কামই হলো মানব জীবনের পরম অভীষ্ট।

জড়বাদী চার্বাকগণ মোক্ষকে যেমন পুরুষার্থ হিসেবে গণ্য করেনি তেমনি আবার ' ধর্ম 'কেউ পুরুষার্থের অন্তর্ভুক্ত করেননি। 'ধর্ম 'প্রসঙ্গে মহর্ষি জৈমিনি তাঁর ‘মীমাংসাসূত্র’ নামক গ্রন্থে (১\১\২) বলেছেন – “চোদনা লক্ষনোহর্থো ধর্মঃ।”[11] অর্থাৎ বেদ বিহিত যাগ যজ্ঞাদি যে সমস্ত কর্ম মানুষের অভিলাষিত শ্রেয়ঃ লাভের সাধন তার নাম ধর্ম। এপ্রসঙ্গে শবর স্বামী বলেছেন – “য এব শ্রেয়স্করো স এব ধর্মশব্দেনোচ্যতে। ......অর্থশ্চ ধর্মো নানর্থ ইতি”।[12] বিধিবচন দ্বারা জীবনের যে উপকারী উদ্দেশ্যলাভের দিকে মানুষ প্রবর্তিত হয় এবং যার দ্বারা তার সর্বশ্রষ্ঠ কল্যাণ সাধিত হয় তাকে ধর্ম বলা হয়। সুতরাং ধর্ম অনর্থ নয়, ধর্ম হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। মীমাংসা দর্শন অনুসারে, বৈদিক কর্ম সাধন করলে কর্ম কর্তার দেহান্তে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় এবং বেদ বিরোধী কর্মসাধন করলে নরকগামী হয়। স্বর্গ লাভই মোক্ষ,স্বর্গলাভই হচ্ছে মানব জীবনের চরম অভীষ্ট বা পরমপুরুষার্থ। স্বর্গ লাভের জন্য কাম্য কর্ম প্রয়োজন, কাম্য কর্ম হচ্ছে বেদবিহিত কর্ম যথা - যাগ, যজ্ঞ, হোম,দান ইত্যাদি অনুষ্ঠান। এই বেদবিহিত কর্মই হল ধর্ম, আর বেদ নিন্দীত কর্ম হল অধর্ম। বৈদিক যাগ যজ্ঞাদির সুষ্ঠ অনুষ্ঠানে দেহত্যাগের পরে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়,স্বর্গসুখ নিরবচ্ছিন্ন, অনাবিল সুখভোগ। ধর্মই স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ।

উক্ত অভিমতের বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে চার্বাকগণ বলেন, স্বর্গ প্রাপ্তির আশায় যাগ, যজ্ঞ, হোম,দান ইত্যাদি অনুষ্ঠান ধর্ম নয়, এইসবই হল মিথ্যা ও প্রবঞ্চনামাত্র। ধর্মকে প্রত্যক্ষ যোগ্যতার মানদণ্ডের নিরীখে প্রমান করা যায় না। আর স্বর্গ সুখ সে তো এক উদ্ভট কল্পনামাত্র। চার্বাকগণ মনে করেন, বৈদিক যাগ- যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অর্থহীন, কেননা বেদ নির্দেশিত এমন কিছু কর্ম আছে যা অভিপ্রেত দৃষ্ট ফল প্রদান করতে অসমর্থ হয়। তাছাড়া

[10] **ভারতীয় দর্শন, দীপক কুমার বাগচী ,পৃষ্ঠা- ৫৬ ।**

[11] **পূর্বমীমাংসা দর্শন , সখময় ভট্টাচার্য , পৃষ্ঠা- ২২ ।**

[12] **শবর ভাষ্য – ১\১\২ ।**

বেদে পরস্পর বিরোধী উক্তি ও অর্থহীন জর্ফরী তুর্ফরী শব্দে পরিপূর্ণ। যেমন বেদে উক্ত হয়েছে যে, পুত্রকামী ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে পুত্র লাভ করবেন। কিন্তু দেখা যায় যে, অনেকেই উক্তরূপ যজ্ঞ করার পর কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে যায়। আবার বেদে বলা হয়েছে, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে বলি প্রদত্তজীব স্বর্গ গমন করে। এইসব উক্তির কঠোর বিদ্রুপ করে চার্বাকগণ বলেন, ধূর্ত প্রবঞ্চক পুরোহিতগণ সরলমতি মানুষকে পুত্র লাভের আশায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞের বিধান দেন। যজ্ঞান্তে পুত্র জন্মালে ধূর্ত পুরোহিতগণ নিজের কৃতিত্ব প্রচার করেন, আর পুত্র না জন্মালে যজ্ঞের ত্রুটির উল্লেখ করেন। চার্বাকগণ আবার বলেন, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত জীব যদি স্বর্গলাভ করে তবে পুরোহিতগণ তাদের পিতা - মাতাকে বলি দিয়ে স্বর্গে পাঠান না কেন? আসলে পুরোহিতগণ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞকে অসার জেনেও নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করে। বেদ তাদেরই রচনা, বেদ অপৌরুষেয় নয়। বেদ বিহিত কার্য কখনও ধর্ম নয়, ধর্ম অপ্রত্যক্ষযোগ্য। মূর্খব্যক্তিগণ ধর্ম বা স্বর্গলাভের সাধনায় ইহলোকের সুখভোগ হতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ ইন্দ্রিয় সুখলাভের সাধনা করে এবং তা লাভ করে নিজ জীবনকে সার্থক করে তোলে। তাই চার্বাকরা বলেন, মনুষ্য জীবনকে নিঃশেষে উপভোগ করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির পরম কর্তব্য।

চার্বাকদের এই সুখবাদী চিন্তার সাথে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টিপাসের অভিমতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, চার্বাকদের ন্যায় অ্যারিস্টিপাসও বলেন, সুখই জীবনের লক্ষ্য। যে কোন উপায়ে সুখলাভ করা মানুষের একমাত্র কর্তব্য। এই সুখ হল দেহগত, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্ত সুখ। ইন্দ্রিয়জ সুখ বা দৈহিকসুখ মানসিক সুখের তুলনায় অধিকতর তীব্র ও প্রখর । তাই ইন্দ্রিয়সেবার মাধ্যমে প্রতি ক্ষনে যে তীব্র ও প্রখর সুখ প্রাপ্ত হয় , সেইরূপ সুখ মানুষের কামনা করা উচিত। ভবিষ্যতে অনায়ত্ত সুখের আশায় বর্তমানের আয়ত্তাধীন সুখকে উপেক্ষা করা মুর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানের প্রতি ক্ষনের তীব্রতম ইন্দ্রিয়জ সুখ যদৃচ্ছা উপভোগ করাই হচ্ছে সত্যকারের জীবনাদর্শ। অ্যারিস্টিপাসের মতে , মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব হলেও , তার কর্তব্য বুদ্ধিবৃত্তিকে ইন্দ্রিয়সেবাতেই নিযুক্ত রেখে দৈহিক সুখ আস্বাদন করা। তাই অ্যারিস্টিপাসের সুখবাদের মূলবানী হল - ' খাও - দাও , হাসি - খুশি থাকো, কারণ আগামীকাল আমরা জীবিত নাও থাকতে পারি ' ।

সুশিক্ষিত চার্বাকগণ ইন্দ্রিয়োভোগজন্য দৈহিক সুখকে তীব্র নিন্দা করে বলেছেন যে, ইন্দ্রিয় সুখই মানবজীবনের কাম্য হলে সমাজ ব্যবস্থা বিপদগামী হয়ে পড়বে। অনিয়ন্ত্রিত ও অমাজির্ত দৈহিক সুখ সুখপদবাচ্য নয়। কারণ মানুষ পশু থেকে ভিন্ন ,তার উচিত উচ্চতর সুখের সন্ধান করা, দৈহিক সুখে মানুষের তৃষ্ণা শান্ত হয় না। সেই জন্য সুশিক্ষিত চার্বাকগণ চৌষট্টি কলার চর্চার মাধ্যমে লভ্য মার্জিত সুখকে মানুষের পরম অভীষ্ট বলে মনে করেন। কামসূত্রের রচয়িতা বাৎস্যায়ন এই ধরনের সুখের কথা বলেছেন। তিনি দু - প্রকার সুখের কথা উল্লেখ করেছেন যথা - উচ্চতর সুখ (Higher pleasures) এবং নিম্নতর সুখ (lower pleasures)। বাৎস্যায়নের মতে, ধর্ম, অর্থ ও কাম - এই ত্রিবর্গ পুরুষার্থের সুসামঞ্জস্য চর্চার মাধ্যমেই সুখ উপজাত হয়।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, চার্বাক দার্শনিকগণ ‘কাম’কে পরমপুরুষার্থ রূপে স্বীকার করে দর্শনের আঙ্গিনায় যেন এক স্বাধীন ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রস্তুত করেছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্বাকগণ প্রত্যক্ষপ্রমাণরূপ তুলাদন্ডের সাহায্যে সবকিছুকে পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা ধর্ম ও মোক্ষকে অস্বীকার করে,অর্থকে গৌণ পুরুষার্থরূপে স্বীকার করে মানুষকে প্রত্যক্ষগম্য জৈবিক বা ইন্দ্রয়কেন্দ্রিক সুখের অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস করেছেন। চার্বাকগণ কামকে পুরুষার্থ হিসাবে স্বীকর করার মধ্য দিয়ে এই বার্তা দিয়েছেন যে , প্রত্যেকটি মানুষের নিকট বর্তমান জীবন চরম ভাবে সত্য। তারা যেনো ইহজীবনে কাম বা দৈহিকইন্দ্রিয় সুখ ভোগ থেকে বঞ্চিত না হয় । কেননা মৃত্যুর পশ্চাতে পারলৌকিক জীবন বলে কিছুই নেই ।তাই তারা যেন ইহজীবনেই কাম বা দৈহিকসুখ আস্বাদন করে নিজ জীবনকে সার্থক করে তোলে। তাহলেই মানব জীবন ধন্য। সুতরাং বলতে পারি , চার্বাকগণ ইহলোকেই সেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন ,যেখান প্রতিটি মানুষ নিজ ইচ্ছানুসারে জীবন পরিচালিত করবে এবং তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সুখ ভোগ করে অতি আনন্দে নিজ জীবন অতিবাহিত করবে। অপ্রত্যক্ষগম্য ভবিষ্যতের ঘন অন্ধকারে ঢাকা সুখের আশায় না থেকে মানুষ বর্তমানেই বাঁচবে। কেননা, মৃত্যু যে কখন কার উপর ভর কারবে কেউ তা বলতে পারে না । আজ যে শিশু কাল সে যুবক পরশু সে বৃদ্ধ আর দুদিন পর মৃত্যু যার চিরসঙ্গী। সুতরাং চার্বাক মতে, মৃত্যুতেই মানব

জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে । তাই চার্বাক কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে, 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ’।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১। মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার ,ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ,কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্কার ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

২। ঘোষ, গোবিন্দ চরণ, ভারতীয় দর্শন, মিত্রম, প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১২ খ্রিষ্টাব্

৩। বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশন, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট, ২০০৭

৪। সান্যাল, জগদীশ্বর, বসু, অমরেন্দ্রনাথ, বসু, দিপালী, শ্রীভূমি পাবলিকসিং হাউস, কলকাতা, দশম সংস্করণ, জুলাই , ২০১২ ।

৫। ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।

৬। Chatterjee,Satischandra ,and Datta, Dhirendra mohan, An introduction to Indian philosophy, Calcuta University press, Kolkata,1st published, 1939.

৭। Sinha ,Jadunath , Indian philosophy, volume -1, motilal Banarsidass publishers, private limited, Delhi ,1978.

৮। Radhakrishnan, Indian philosophy, volume -1, Oxford University press, 1St published ,1923.

৯। Hiriyanna, M, outlines of Indian philosophy, George Allen and Unwin Ltd, London,1st published ,1932 .

১০। চ্যাটার্জী ,অমিতা , ভারতীয় ধর্মনীতি , (সম্পাদনা) ,সেন্টার অফ অ্যাডভান্স স্টাডি ইন্ ফিলোসফি ,যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ,প্রথম সংস্করণ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ ।

১১। শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, চার্বাক দর্শন ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ ,প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

১২। ভট্টাচার্য, সুখময় ,পূর্ব মীমাংসা দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ ।

১৩। গুপ্ত ,দীক্ষিত ,নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশ ,২০০৭ খ্রিস্টা

১৪। ঘোষ, পীযূষকান্তি, ও ,সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, নীতিবিদ্যা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ,২০০৪, খ্রিস্টাব্দ ।

১৫। ভট্টাচার্য ,সমরেন্দ্র ,সাম্মানিক নীতিবিদ্যা, বুকস সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড ,কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১।

১৬। সেন, দেবব্রত ,ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা ,২০০১।

১৭। সাহা ,বিশ্বরুপ ,নাস্তিক দর্শন পরিচয় , সদেশ ,কলকাতা ,২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।